আলমডাঙ্গা পৌরসভায় নির্বাচনী গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের গ্রাম কমিটির লক্ষ্যে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল ৩টায় ২নম্বর ওয়ার্ডে গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও জেলা যুব জামায়াতের সভাপতি জনাব শেখ নুর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। তিনি বলেন, দূর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ বিনির্মানে একমাত্র জামায়েত ইসলামের ন্যায় ও সততার দ্বারা সম্ভব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সংগ্রামী আমির ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জননেতা শফিউল আলম বকুল। তিনি বলেন, আল্লাহর ইবাদত মনে করে জামায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ভোটের মাঠে মেধা শ্রম আর সততা আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাবেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন আমির মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক বাবলু, পৌর শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন সভাপতি জনাব সাহিন শাহিদ,উপজেলা মানবাধিকার সম্পাদক জনাব শফিউজ্জামান মিঠু, ইউনিয়ন সেক্রেটারি জনাব আলতাফ হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি জনাব আনারুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হালিম। ওয়ার্ড সহ সভাপতি লাহাউদ্দীনে সঞ্চালনায় প্রায় ৫ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বেতন বাড়ানোর দাবিতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মেহেরপুর

পৌরসভা ঘেরাও

মেহেরপুরে পৌরসভা ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। বুধবার (২০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচির ফলে পৌরসভার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেছে, পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে নিয়োজিত হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বুধবার তারা ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে পৌরসভা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে স্লোগান দেন। এ সময় তারা ময়লা পরিষ্কার না করার হুমকি দিয়ে তাৎক্ষণিক বেতন বাড়ানোর দাবি জানান।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, বিষয়টি মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং কিছু কর্মচারীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে।

পরে পৌর প্রশাসক তারিকুল ইসলাম ঘটনাস্থলে এসে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আশ্বস্থ করেন। তিনি বলেন, তাদের দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। প্রশাসকের আশ্বাসের পর দুপুর ১টার দিকে বিক্ষোভকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন।

এই ঘটনায় পৌরবাসীর মধ্যে সাময়িক ভোগান্তি তৈরি হলেও পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

গাংনীতে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ হারালেন নারী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে ছাদ থেকে পড়ে কুরছিয়া খাতুন নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন।

নিহত কুরছিয়া গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের আব্দুল মতিনের স্ত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) দুপুরের দিকে নিজ বাড়ির দোতলার ছাদ থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, কুরছিয়া তার ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নারিকেল গাছের পাতা কাটতে গিয়ে নিচে পড়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে।

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র রিটন ঢাকা থেকে গ্রেফতার

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনকে ঢাকার দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তবে তাকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রিটনের পারিবারিক সূত্র গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাহফুজুর রহমানের রিচনের শ্যালক আরিফুর রহমান জানান, সাবেক মেয়রকে রাতে ঢাকার ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে কোন মামলায় গ্রেফতার করেছে আমরা জানিনা। আজ দুপুর পর্যন্ত তাঁকে আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে কিনাও পরিবার জানেনা।

এদিকে, মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো: জামিনুর রহমান খান বলেন, আমাদের কাছে সাবেক মেয়রের গ্রেফতার কোন কাগজপত্র আসেনি।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ

মেহেরপুর পৌরসভার ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য ৪০ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়েছে।

রবিবার সকালে পৌরসভা মিলনায়তনে পৌরসভার প্রশাসক মো: তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে নির্বাহী কর্মকর্তা জি এম ওবায়দুল্লাহ এ বাজেট পেশ করেন।

বাজেট পেশ অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সামসুল আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার মো: হযরত আলী, জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নুরুল আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামালসিহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৪০ টাকা, উদ্বৃত্ত রাজস্ব ২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৬০ টাকা। উন্নয়ন খাতে আয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা এবং এ খাতে ব্যয় ধরায় হয়েছে২৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এ খাতে উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছে ২৭ লক্ষ টাকা।

মেহেরপুর পৌরসভার কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন

রাষ্ট্রিয় কোষাগার থেকে বেতনভাতা ও বকেয়া বেতনের দাবিতে মেহেরপুরে কর্মবিরতি পালন করছে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার (৩ জুন) সকাল থেকেই কাজ বন্ধ করে পৌরসভা চত্ত্বরে নেমে আসেন তারা। ঈদের আগেও বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সকলে। বলছেন, বেতন না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা।

মেহেরপুর পৌরসভা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি খলিলুর রহমান জানান, প্রায় ২৬ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে মেহেরপুর পৌরসভার কর্মকর্তা- কর্মচারীদের। সে বেতন দেওয়ার কোন আভাসই পাওয়া যাচ্ছেনা। আবার পরিবার পরিজন নিয়ে যে ঈদ পালন করবেন কর্মচারীরা তারও সুযোগ নেয়। কারণ ঈদের আগের পাওনা বেতনও এখন পর্যন্ত দেয়নি পৌরসভার কতৃপক্ষ। দোকানে দেনা, ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার খরচ যোগান দেওয়া থেকে শুরু করে পরিবার পরিজন নিয়ে চলতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। দ্রুত বেতন প্রদান না করলে কঠোর কর্মসূচীর ঘোষণা দেন তারা।

এদিকে ঈদের আগে পৌরসভার সকল সেবা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে জরুরী সেবা বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে তারা। দ্রুত বিষয়টির সমাধানের দাবি জানান ভূক্তভোগীরা।

শহরজুড়ে ময়লা ও আবর্জনায় সয়লাব

দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পৌরসভা মেহেরপুর পৌরসভা। ১৮৫৯ সালের ১৫ এপ্রিল পৌরসভা গঠিত হয় দেশের চতুর্থ পৌরসভা হিসেবে। ১৯৯১ সালে ২য় শ্রেণি এবং ২০০১ সালে এটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে।

অথচ আজ এই শহরটা ডুবে আছে ময়লা-আবর্জনার পাহাড়ে। শহরের অলিগলি, বাজার, প্রধান সড়ক সবখানেই যেন বর্জ্যের দখলদারি। ডাস্টবিন নেই যথেষ্ট, যেটুকু আছে, সেগুলোরও পরিচর্যা নেই। প্রতিদিনের জমে থাকা ময়লা শহরের পরিবেশ দূষণ করছে, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, বাড়াচ্ছে রোগজীবাণুর উপদ্রব।

শহরের চারপাশে শুধু ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধ, তবে প্রশ্ন হলো, এই অবস্থা কাদের জন্য? রাস্তার পাশে ময়লা ফেলে দেওয়া যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলার নিয়ম মানেন না অনেকেই।

অন্যদিকে, পৌরসভার চরম উদাসীনতা বছরের পর বছর ধরে অভিযোগ করার পরও নেই কোনো কার্যকরী উদ্যোগ। যেখানে ডাস্টবিন থাকার কথা, সেখানে শুধু ফাঁকা জায়গা। প্রতিদিন ময়লা না তোলা, পরিচ্ছন্ন কর্মীদের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না দেওয়া সবই পৌরসভার গাফিলতির ফল।

গড়পাড়া এলাকার বাসিন্দা আসিফ খন্দকার বলেন, আসলে ছোট্ট এই মেহেরপুর শহরটিকে ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখা খুব কঠিন কিছু নয়। গড়পাড়ার মতো এলাকাতেও আগেও দেখেছি, এখনও দেখি ডাস্টবিন আছে, কিন্তু রাস্তার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে এখন ময়লা ও আবর্জনার স্তুপ। এটা শুধু পৌরসভার একার দোষ নয়। একটা বড় সমস্যা হচ্ছে রাস্তার গরুগুলো। দেখে মনে হয় এদের কোনো মালিকই নেই সারাদিনরাত রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, আর ডাস্টবিনগুলোতে হামলা চালায়। তারা ময়লা টেনে বাইরে ছড়িয়ে ফেলে। তখন মানুষজন আর ডাস্টবিনে না ফেলে, সেই ছড়িয়ে থাকা ময়লার মধ্যেই ময়লা ফেলে দেন। এতে করে চারপাশে দুর্গন্ধ আরও বেড়ে যায়।

তিনি আরো বলেন, এলাকাভিত্তিকভাবে আমরা যদি সচেতন না হই, তাহলে এই শহরটাকে কখনোই গুছিয়ে রাখা সম্ভব না। পৌরসভার যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি আমাদের, সাধারণ নাগরিকদেরও দায়িত্ব আছে। নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলতে হবে, সচেতন হতে হবে।

পৌরসভারও গাফিলতি আছে তারা নিয়মিত ময়লা তোলে না। ময়লা তোলে বললেও, পুরোপুরি নেয় না। বিশেষ করে বড় বাজার আর কাঁচাবাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ময়লা পড়ে থাকে। আমি কখনো দেখিনি মেইন রোডের বাইরে এগুলো পরিষ্কার করতে। এই টুকুই তাদের কাজ বলে মনে হয়।

বড় বাজারের বাসিন্দা দুদু মিয়া বলেন, সকালে নির্দিষ্ট সময়ে পৌরসভার গাড়ি আমাদের এলাকার ময়লা নিতে আসে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিকাল হওয়ার পর থেকেই কিছু মানুষ আবার সেই একই জায়গায় ময়লা ফেলে দিয়ে চলে যায়। এতে করে জায়গাটা আবারও নোংরা হয়ে যায়, চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়ায়, পরিবেশ দূষিত হয়।

যতদিন না এলাকার মানুষ নিজেরা সচেতন হবে, ততদিন এই অবস্থা থেকে বের হওয়া সম্ভব না। শুধু পৌরসভার ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। আমাদের নিজেদেরও দায়িত্ব নিতে হবে, নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময় ও জায়গায় ময়লা ফেলতে হবে। নইলে পুরো শহরটাই নোংরা হয়ে থাকবে।

পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম নিয়ে মল্লিকপাড়ার বাসিন্দাদের

মাঝে দেখা দিয়েছে চরম ক্ষোভ ও হতাশা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এক সময় নিয়মিত ময়লা অপসারণ হলেও বর্তমানে তা অনেকটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

মল্লিকপাড়ার একজন বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে যা দেখছি, ৫ই আগস্টের আগে পৌরসভার গাড়ি একদিন পর পর ময়লা নিতে আসত। কিন্তু এখন চার-পাঁচ দিন পর পর এসে ওই নোংরা তুলে নিয়ে যায়। এতে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

রাস্তার গরুগুলোও বড় সমস্যা। যেখানেই ময়লা রাখা হয়, ওরা তা ছড়িয়ে ফেলে। আর মানুষজনও যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে। বাধ্য হয়ে আমি আমার বাড়ির সামনে লিখে টাঙিয়েছি ‘আমার এখানে ময়লা ফেলবেন না।’ কিন্তু কেউ তো শুনে না। উল্টো আমাকে এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটিতেও জড়াতে হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মল্লিকপাড়া তো একটা ভিআইপি এলাকা। কিন্তু এর এখনকার অবস্থা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। আগে যেভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকত, এখন তেমন নেই। পৌরসভার যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা কী করছেন, সেটাই আমি বুঝে উঠতে পারি না।

একই এলাকার আতিকুর রহমান বলেন,ময়লা-আবর্জনা ফেলার যেসব জায়গা আছে, সেগুলো বেশ ঢুককো। ফলে খুব সহজেই সেই ময়লাগুলো গরুর কবলে পড়ে যায়, ওরা তা টেনে বাইরে ছড়িয়ে ফেলে। এতে পরিবেশ আরও নোংরা হয়ে পড়ে।

তবে, এ সকল বিষয়ে পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর পৌরসভা কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক

নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর পৌরসভা কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

নির্বাচনে সভাপতি পদে বাই-সাইকেল প্রতীকে ৪৪ ভোট পেয়ে খলিলুর রহমান বিজয়ী হন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ফুটবল প্রতীকে ৬১ ভোট পেয়ে সানোয়ার হাসান নির্বাচিত হন।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

সহ-সভাপতি হিসেবে লাভলী মন্ডল দেওয়াল ঘড়ির প্রতীকে ৫০ ভোট, সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কামরুন্নাহার আম প্রতিকে ৫০ ভোট, কোষাধ্যাক্ষ হিসেবে মেহেদী আল মামুন চাকা প্রতীকে ৪৭ ভোট, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সাঈদ হোসেন মোরগ মার্কার প্রতীকে ৪৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। এছাড়াও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রচার সম্পাদক হিসেবে সাজেদুল ইসলাম জয় লাভ করে।

নির্বাচনের প্রধান নির্বাহী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। কমিশনার হিসেবে ছিলেন জয়নাল আবেদীন ও শফি উদ্দিন। তাঁরা উপস্থিত থেকে ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৭৯ জন।

মেহেরপুরে পৌরসভা ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন

মেহেরপুরে পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার রাত আটটার দিকে মেহেরপুরের কালাচাঁদপুরে পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য

আনছার উল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ। এই সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, রোমানা আহমেদ।

এছাড়াও জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল রহমান লাভলু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লা, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহ্বায়ক মুস্তাফিজুর রহমান সজীব, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম সজল, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি নাসির উদ্দিন, অ্যাডভোকেট আসাদুল আজম খোকন, আব্দুর রহিম, পৌরসভায় ১ নং ওয়ার্ড সাবেক কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর, মোশিউল আলম দ্বীপু, আব্দুল লতিফ জনি, সৌরভ, রিপন সহ পৌরসভা ৪নং ওয়ার্ডের বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

মেহেরপুরে পৌরসভা ৯নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরে পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল পাঁচটার সময় পৌরসভা ৯ নং ওয়ার্ডের গোরস্থান পাড়ায় বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহবায়ক কমিটির সদস্য হাফিজুর রহমান হাফির

সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র আহবায়ক কমিটির সদস্য এমকে খাইরুল বাশার, আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস আলী, আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন।

জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায় এই সময় আরোও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান রিপন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলী, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম সজল, যুবদল নেতা মোশিউল আলম দ্বীপু, বক্তিয়ার হোসেন,রেমিম, সাইফুল ইসলাম,লতিব, সৌরভ হোসেন সহ ৯নং ওয়ার্ডের বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড বিএনপি’র নতুন কমিটির সভাপতি জামিন উদ্দিন, সহ-সভাপতি আনারুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম শহীদ, আব্দুল ওহাব ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু মিয়া, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মিলন, সমাজসেবা সম্পাদক স্বপন নির্বাচিত হন।